মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

জানুয়ারি-মার্চ, ২০২০

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রতিবেদনটি গবেষণা বিভাগের অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে কোন মন্তব্য/পরামর্শ থাকলে ই-মেইল (masud.rahman@bb.org.bd, arjina.efa@bb.org.bd এবং golam.moula@bb.org.bd) এ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(জানুয়ারি-মার্চ, ২০২০)

অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক অর্থনীতির চলমান গতিধারার প্রেক্ষাপটে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ঘোষিত মুদ্রানীতি কার্যক্রমের অর্জনগুলোর আলোকে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য মুদ্রানীতি কার্যক্রম নির্ধারিত হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য (জুন'২০ পর্যন্ত) অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৭.৩৮[সা/] শতাংশ যার বিপরীতে মার্চ'২০ পর্যন্ত অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১২.২৪ শতাংশ। তবে, অভ্যন্তরীণ ঋণের মধ্যে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয় ১৪.৮০ শতাংশ যার বিপরীতে মার্চ'২০ পর্যন্ত অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৮.৮৭ শতাংশ। গড় বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি আলোচ্য অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত ৫.৫০ শতাংশ এর বিপরীতে মার্চ'২০ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৬০ শতাংশ। খাদ্য-মূল্যস্ফীতিতে নিম্নমুখী প্রবণতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের মূল্যে উর্দ্ধমুখী প্রবণতার সূত্রে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় সাধারণ মূল্যস্ফীতিতে কিছুটা উর্দ্ধমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ডিসেম্বর'১৯ শেষের তুলনায় রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং আমদানি ব্যয় হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও মূলতঃ রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহে হ্রাস পরিলক্ষিত হওয়ায় বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের চলতি হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ'২০ শেষে দাঁড়িয়েছে ৮৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

২। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রা যোগান (M2)ঃ ২০১৯-২০ অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা যোগান পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১২৯৪৪.৩৬ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১.২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৩১০৬.৬৭ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা যোগান বৃদ্ধি পেয়েছিল যথাক্রমে ৩.৪০ শতাংশ ও ১.১৪ শতাংশ (সংযোজনী দ্রষ্টব্য)। মুদ্রা যোগান এর উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে মেয়াদি আমানত ০.১০ শতাংশ বৃদ্ধি এবং তলবি আমানত ১.৩২ শতাংশ হ্রাস পায়। এ সময়ে জনগণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রার (Currency outside banks) পরিমাণ ১০.৭১ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ০.৮৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ ২০২০ শেষে মুদ্রা যোগানের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১২.১৬ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ১০.৮৬ শতাংশ (চিত্র-১)।

চিত্র-১ঃ মুদ্রা যোগানের (এম২) প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

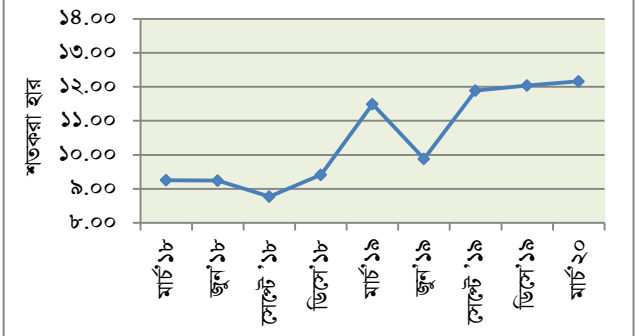

চিত্র-২ঃ বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

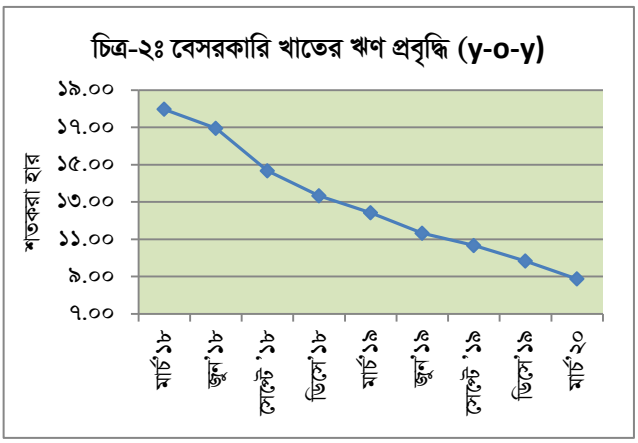

অভ্যন্তরীণ ঋণঃ ২০১৯-২০ অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিক শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১২৪০৫.৯৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ০.৮২ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১২৩০৪.৮১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ৪.৮৫ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ ২০২০ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১২.২৪ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ১৩.৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অভ্যন্তরীণ ঋণের উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা

থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঁঞ্জিভূত নীট ঋণ[১] এর স্থিতি ডিসেম্বর, ২০১৯ শেষের তুলনায় ১৪.৭৩ শতাংশ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ১১.৪২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ ২০২০ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঁঞ্জিভূত নীট ঋণ এর স্থিতি ৪৪.৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ২৪.০৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে অন্যান্য সরকারি খাতে ঋণ[১] ১.৪৫ শতাংশ হ্রাস এবং বেসরকারি খাতে ঋণ[১] ১.২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ৩.৫৯ শতাংশ এবং ২.১৭ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ ২০২০ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ৮.৮৭ শতাংশ যা মার্চ ২০১৯ শেষে ছিল ১২.৪২ শতাংশ (চিত্র-২)। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের ঋণের অংশ মার্চ ২০১৯ শেষের ৮৯.৩৭ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে মার্চ ২০২০ শেষে দাঁড়ায় ৮৬.৬৮ শতাংশ।

নীট বৈদেশিক সম্পদঃ ২০১৯-২০ অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA) এর পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ১.৮৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৭৯২.৪৩ বিলিয়ন টাকা যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ১.০৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ ২০২০ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ এর পরিমাণ ৪.৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা মার্চ ২০১৯ শেষে ১.৬৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

রিজার্ভ মুদ্রাঃ ২০১৯-২০ অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ২৫০৯.১২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৮.৭৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৭২৯.১৮ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ১.৫১ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ৪.০৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের (-) ৮২.০১ বিলিয়ন টাকা থেকে ১৮০.০৪ বিলিয়ন বৃদ্ধি পেয়ে ৯৮.০৩ বিলিয়ন টাকায় এবং নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ ৪০.০২ বিলিয়ন বৃদ্ধি পেয়ে ২৬৩১.১৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঁঞ্জিভূত নীট্ ঋণের পরিমাণ ৩৫.৫৩ শতাংশ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ১৯.১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ ২০২০ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঁঞ্জিভূত নীট্ ঋণের পরিমাণ ৮৮.৭৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ১৬.৮২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ ২০২০ শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ২১.২৫ শতাংশ যা মার্চ ২০১৯ শেষে ছিল ৬.০৫ শতাংশ (চিত্র-৩)।

চিত্র-৩ঃ রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

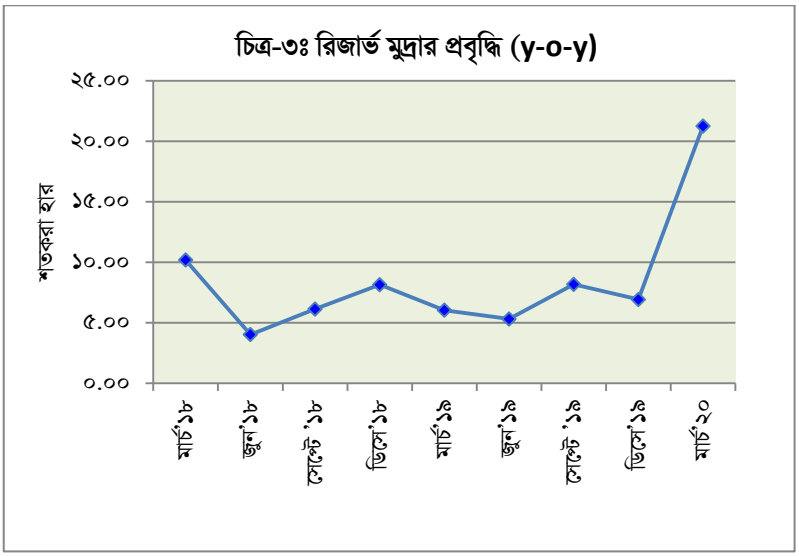

[১] accrued interest সহ

মূল্যস্ফীতি

- গড় মূল্যস্ফীতি ও পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি মার্চ'২০ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫.৬০ শতাংশ ও ৫.৪৮ শতাংশ যা ডিসেম্বর'১৯ শেষে ছিল যথাক্রমে ৫.৫৯ শতাংশ ও ৫.৭৫ শতাংশ। খাদ্য-মূল্যস্ফীতিতে নিম্নমুখী প্রবণতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের মূল্যে উর্দ্ধমুখী প্রবণতার সূত্রে ২০১৯-২০ অর্থবছরে সাধারণ মূল্যস্ফীতিতে কিছুটা উর্দ্ধমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে।
- গড়ভিত্তিক খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি মার্চ'২০ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫.৪৩ শতাংশ ও ৫.৮৬ শতাংশ যা ডিসেম্বর'১৯ শেষে ছিল যথাক্রমে ৫.৫৬ শতাংশ ও ৫.৬৪ শতাংশ।

চিত্র-৪ঃ সাধারণ মূল্যস্ফীতির ত্রৈমাসিক গতিধারা
(ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬=১০০)

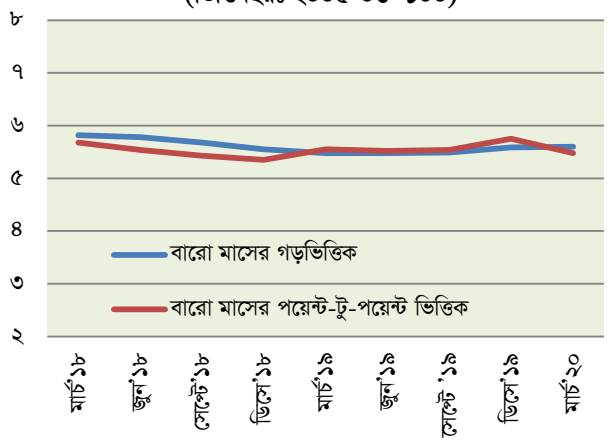

- পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি মার্চ'২০ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪.৮৭ শতাংশ ও ৬.৪৫ শতাংশ যা ডিসেম্বর'১৯ শেষে ছিল যথাক্রমে ৫.৮৮ শতাংশ ও ৫.৫৫ শতাংশ।

তারল্য পরিস্থিতিঃ মার্চ'২০ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৮৮৯.৮৫ বিলিয়ন টাকা (চিত্র-৫)। এর মধ্যে দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ এর পরিমাণ ১৯০৮.৪৭ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৬৬.০৪ শতাংশ), বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা ৭৯৫.১৭ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ২৭.৫২ শতাংশ) এবং নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ১৮৬.২২ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৬.৪৪ শতাংশ) (চিত্র-৬)। উল্লেখ্য, ডিসেম্বর ২০১৯ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ ছিল ২৯৭৪.৯১ বিলিয়ন টাকা।

চিত্র-৫ঃ মোট তরল সম্পদ

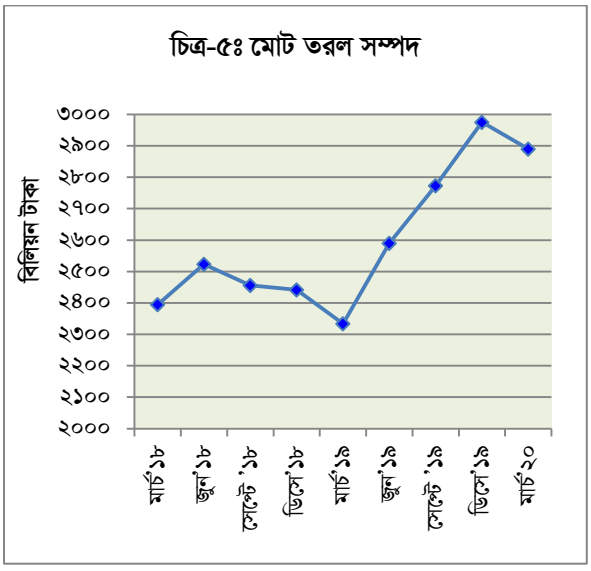

চিত্র-৬ঃ ব্যাংকসমূহের তারল্য পরিস্থিতি
(মার্চ ২০২০)

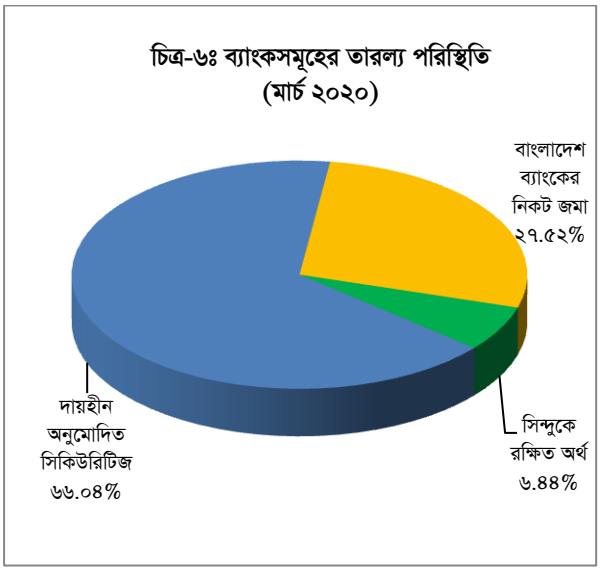

৩। মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য পূরণ এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার তারল্য পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করাসহ আন্তঃব্যাংক বাজারে কল মানি রেট স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক রেপো এবং রিভার্স রেপো নিলাম পরিচালনার পাশাপাশি প্রয়োজনমত সময়ে সময়ে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার পরিবর্তন করে থাকে। কোভিড-১৯ এর সাম্প্রতিক প্রাদুর্ভাব হতে অর্থনীতিকে রক্ষা করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক রেপো সুদ হার ৭৫ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে গত ১২ এপ্রিল ২০২০ তারিখে ৫.২৫ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করেছে। রিভার্স রেপো সুদ হার বার্ষিক শতকরা ৪.৭৫ ভাগে অপরিবর্তিত রয়েছে।

কল মানিঃ জানুয়ারি-মার্চ, ২০২০ ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে সুদ হার দৈনিক ভিত্তিতে সর্বনিম্ন ২.৯০ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৫.৫০ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকে। যে কোন ধরনের অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কলমানি মার্কেটে সুদ হারের গতিবিধির ওপর বাংলাদেশ ব্যাংক এর নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে মোট ২১৩৫.১৭ বিলিয়ন টাকা লেনদেন হয় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ৩৯৩৭.৭৮ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৮০২.৬১ বিলিয়ন টাকা বা ৪৫.৮৭ শতাংশ কম। উল্লেখ্য, কলমানির ভারীত গড় সুদহার ডিসেম্বর'১৯ শেষের ৪.৫০ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ'২০ শেষে ৫.১৪ শতাংশে দাড়িয়েছে।

রেপোঃ জানুয়ারি-মার্চ, ২০২০ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর ৫৯টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ নিলামে ০১-০৩ দিন মেয়াদি ২৫০৬.৮৯ বিলিয়ন টাকার ৩১৪১টি, ০৭ দিন মেয়াদি ৩৯৬.১১ বিলিয়ন টাকার ৫১৭টি, ১৪ দিন মেয়াদি ২৭.৯২ বিলিয়ন টাকার ৬৭টি এবং ২৮ দিন মেয়াদি ৩৭.৫২ বিলিয়ন টাকার ৪৩টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রের সুদের হারের পরিসীমা ছিল ৫.৭৫ থেকে ৯.০০ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর ২৯টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ নিলামে ০১-০২ দিন মেয়াদি ১১১.৩৬ বিলিয়ন টাকার ৭৬টি এবং ০৩-০৭ দিন মেয়াদি ৩৭.০০ বিলিয়ন টাকার ২২টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়।

রিভার্স রেপোঃ জানুয়ারি-মার্চ, ২০২০ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে রিভার্স রেপোর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে রিভার্স রেপো এর ৭টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ নিলামে ০১-০২ দিন মেয়াদি ১৩.৪৫ বিলিয়ন টাকার ৮টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং কোন দরপত্রই গৃহীত হয়নি।

সরকারি ট্রেজারি বিলঃ জানুয়ারি-মার্চ, ২০২০ ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১৪টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামের মধ্যে ৯১ ও ১৮২ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ৫টি; ৯১ ও ৩৬৪ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ৭টি; ১৪, ৯১ ও ১৮২ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ১টি এবং ৯১, ১৮২ ও ৩৬৪ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ১টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত মোট ৩১৬.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৭৬.৮৬ বিলিয়ন টাকার ৫৯৬টি দরপত্র গৃহীত হয়। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ৩৯.১৪ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৯) মোট ৩৬৫.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৭৭.৮৯ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয়েছিল। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ৮৭.১১ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ এবং ডিভল্বমেন্টের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সকল মেয়াদি সরকারি ট্রেজারি বিলের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয়ের পরিসীমা ছিল সর্বনিম্ন ৬.৪১ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৮.১৭ শতাংশ যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ছিল সর্বনিম্ন ৫.৫১ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৮.১৬ শতাংশ। জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে এ হারের পরিসীমা ছিল সর্বনিম্ন ২.০৯ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৪.৪৯ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ৩১৬.০০ বিলিয়ন টাকার ট্রেজারি বিল গৃহীত এবং ৩৪১.০০ বিলিয়ন টাকার বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের মেয়াদ পূর্তির ফলে ৩১ মার্চ, ২০২০ শেষে ট্রেজারি বিলের নীট স্থিতি ৬৬১.০০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ডঃ জানুয়ারি-মার্চ, ২০২০ ত্রৈমাসিকে ২-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০৩টি, ৫-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০৩টি, ১০-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০৩টি, ১৫-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০১টি এবং ১৫-বছর ও ২০-বছর (একত্রে) মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০২টি সহ মোট ১২টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত ১৪৩.০০ বিলিয়ন টাকার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৪৩.০০ বিলিয়ন টাকার ৫৩৮টি দরপত্র গৃহীত হয়। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে

বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর কোন ডিভল্বমেন্ট ছিল না। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৯) মোট ১৯৬.০০ বিলিয়ন টাকার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৬৬.৫৫ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ২৯.৪৫ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় এবং কুপন রেটের পরিসীমা ছিল যথাক্রমে ৭.৭৯০৭ শতাংশ থেকে ৯.১০৩৯ শতাংশ এবং ৭.৫৫০০ শতাংশ থেকে ১০.০৬০০ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে সকল মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪৬২.৮৭ বিলিয়ন টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের নিলামঃ মূলতঃ সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ডে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ চাহিদা থাকার পাশাপাশি অর্থনীতিতে মুদ্রা সরবরাহের পরিমাণ মুদ্রানীতিতে নির্ধারিত সীমার নীচে থাকায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ০৭ দিন ও ১৪ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ইস্যুর মাধ্যমে মুদ্রা বাজার হতে অর্থ উত্তোলনের প্রয়োজন হয়নি। মেয়াদ পূর্তির পর নতুন কোন বিল ইস্যু না হওয়ায় মার্চ, ২০২০ শেষে ৭-দিন এবং ১৪-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের কোন স্থিতি ছিল না। একইসাথে, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ৩০-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলেরও কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

আমানত ও আগামের সুদ হারঃ মার্চ'২০ শেষে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আমানতের গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫.৫১ শতাংশ। ডিসেম্বর ২০১৯ এবং মার্চ ২০১৯ শেষে এ সুদ হার ছিল যথাক্রমে ৫.৭০ শতাংশ ও ৫.৩৫ শতাংশ (চিত্র-৭)। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে আগামের (advances) গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৯.৫৮ শতাংশ। ডিসেম্বর ২০১৯ এবং মার্চ ২০১৯ শেষে এ সুদ হার ছিল যথাক্রমে ৯.৬৮ শতাংশ ও ৯.৫০ শতাংশ (চিত্র-৭)। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সুদ হার ব্যবধান (Spread) বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪.০৭ শতাংশ। ডিসেম্বর ২০১৯ শেষে এ সুদ হার ব্যবধান ছিল ৩.৯৮ শতাংশ।

চিত্র ৭-ঃ আমানত ও আগামের সুদ হার

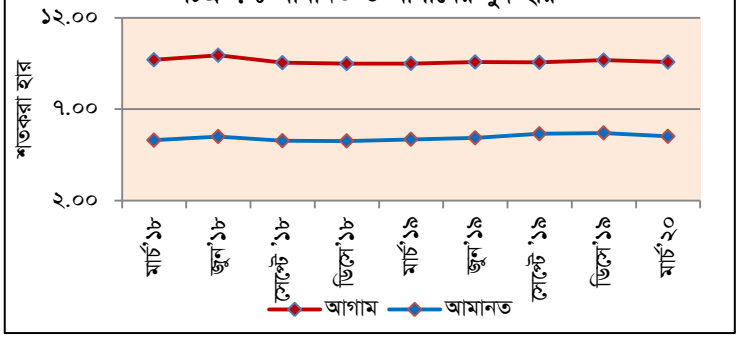

চিত্র ৮-ঃ টাকা-ডলার বিনিময় হার

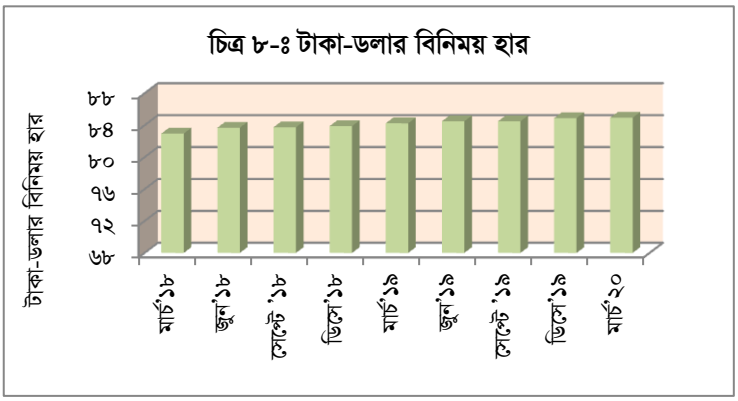

৪। বিনিময় হার পরিস্থিতিঃ

(ক) নমিনাল বিনিময় হার (Nominal Exchange Rate)ঃ মার্চ ২০২০ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান ডিসেম্বর ২০১৯ শেষের ৮৪.৯০ টাকা থেকে শতকরা ০.০৬ ভাগ অবচিতি হয়ে ৮৪.৯৫ টাকায় দাঁড়ায় (চিত্র-৮)। মার্চ ২০২০ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ০.৮২ ভাগ অবচিতি হয়। মার্চ ২০১৯ শেষে টাকা-ডলারের বিনিময় হার ছিল ৮৪.২৫ টাকা। উল্লেখ্য, বৈদেশিক মুদ্রার বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বাজারে ডলার ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ, ২০২০ ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ১২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় এবং ৩০৫ মার্কিন ডলার ক্রয় করে। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকেও বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ৩৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করেছিল। কিন্তু, উক্ত সময়ে কোন মার্কিন ডলার ক্রয় করেনি। উল্লেখ্য, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে মোট ২৩৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করে এবং সে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো মার্কিন ডলার ক্রয় করেনি।

(খ) **প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার** (Real Effective Exchange Rate)ঃ সর্বশেষ প্রাপ্ত হিসাব/তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি-মার্চ, ২০২০ ত্রৈমাসিকে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক ডিসেম্বর ২০১৯ শেষের ১০৯.৪৯ থেকে ৩.৮৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১১৩.৭১ এ দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ১.৯৪ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে ০.৬০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল।

৫। বৈদেশিক খাতঃ

রপ্তানিঃ জানুয়ারি-মার্চ, ২০২০ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ০.৫১ শতাংশ বৃদ্ধি ও ৭.২৫ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৯৪০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

আমদানিঃ জানুয়ারি-মার্চ, ২০২০ ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৩.৯৮ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৮.৮০ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১৩২৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

রেমিট্যান্সঃ জানুয়ারি-মার্চ, ২০২০ ত্রৈমাসিকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১০.৭৯ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ০.০২ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৪৩১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য (BOP)ঃ জানুয়ারি-মার্চ, ২০২০ ত্রৈমাসিকে বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৮৫৬[সা/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৪৪০১[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার। জানুয়ারি-মার্চ, ২০২০ শেষে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৭১[সা/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ হিসাবে ৮২৪[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি ছিল। আলোচ্য সময়ে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৭০৫[সা/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ১৩৩২[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক মুদ্রার মজুদঃ বাংলাদেশ ব্যাংক বহিঃখাতে স্থিতিশীলতা রক্ষা, বাধ্যতামলূক পরিশোধ নিশ্চিত করা এবং দেশীয় মুদ্রার স্থিতিশীলতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ রাখে। বৈদেশিক বাণিজ্য, প্রবাস আয় (remittances), সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ, বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ এবং অন্যান্য বৈদেশিক আন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রবাহের গতি-প্রকৃতির উপর বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ নির্ভর করে। মার্চ ২০২০ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২৫৭০.১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (চিত্র-৯) যা প্রায় ৬.৬১ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। ডিসেম্বর ২০১৯ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ ছিল ৩২৬৮৯.১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ছিল উক্ত সময়ের প্রায় ৬.৫০ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। উল্লেখ্য, মার্চ ২০১৯ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের পরিমাণ ছিল ৩১৭৫৩.২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ছিল উক্ত সময়ের প্রায় ৬.১৩ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান। **সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২৩ জুলাই, ২০২০ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৬৫৭৯.৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।**

চিত্র-৯ঃ বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

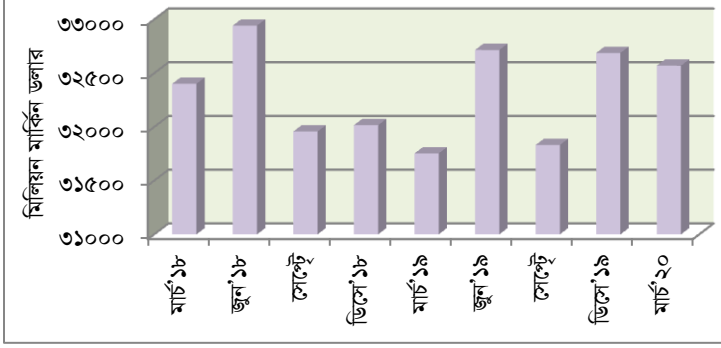

জানুয়ারি-মার্চ, ২০২০ ত্রৈমাসিকে কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক পরিস্থিতি সংযোজনী-১ এ তুলে ধরা হলো।

স= সংশোধিত।
সা= সাময়িক।

অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহঃ

জানুয়ারি-মার্চ, ২০২০ ত্রৈমাসিকে অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত কতিপয় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

- শিল্প, ব্যবসা ও সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে অধিক সক্ষমতা অর্জনসহ শিল্প ও ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, ঋণ/বিনিয়োগ পরিশোধে সক্ষমতা এবং কাঙ্ক্ষিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন এর লক্ষ্যে ক্রেডিট কার্ড ব্যতীত অন্যান্য সকল খাতে অশ্রেণিকৃত ঋণ/বিনিয়োগ এর উপর সুদ/মুনাফা হার সর্বোচ্চ ৯ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।
- করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) কারণে দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তারল্য ব্যবস্থাপনায় যাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয় সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সেকেন্ডারি মার্কেট হতে সরকারি সিকিউরিটিজ ক্রয় কার্যক্রম জোরদার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে কোন তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট 'সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ (SLR)' সংরক্ষণের পর অতিরিক্ত সরকারি সিকিউরিটিজ থাকলে তা বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট বাজারমূল্যে বিক্রয় করতে পারবে।
- দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে করোনা ভাইরাসের বিরূপ প্রভাবের কারণে ঋণ গ্রহীতাদের আর্থিক ক্ষতি ও ঋণের অর্থ পরিশোধের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ০১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে বিদ্যমান ঋণ/লিজ/অগ্রিমের শ্রেণীমান ৩০ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তবে, এ সময়ে কোন ঋণ/লিজ/অগ্রিমের শ্রেণীমানের উন্নতি হলে তা যথা নিয়মে পরিবর্তন করা যাবে।
- পুঁজিবাজারে ক্রমাগত তারল্য প্রবাহ বজায় রাখার জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অধীনে তফসিলি ব্যাংক, তফসিলি ব্যাংকসমূহের ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর অধীনে গঠিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পুঁজিবাজার সংক্রান্ত সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠান (মার্চেন্ট ব্যাংক ও ডিলার লাইসেন্সধারী ব্রোকারেজ হাউজ) এবং অন্যান্য মার্চেন্ট ব্যাংক ও ব্রোকারেজ হাউজ (ডিলার)-কে শুধুমাত্র পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে বিশেষ ব্যবস্থায় তহবিল সরবরাহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্রতিটি তফসিলি ব্যাংক পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে নিজস্ব উৎস হতে তহবিল যোগানের মাধ্যমে, অথবা ধারণকৃত Treasury bill/Treasury bond রেপোর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ২০০.০০ (দুইশত) কোটি টাকার একটি বিশেষ তহবিল গঠন করতে পারবে। ।
- ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে সিনথেটিক/ফেব্রিক্স দ্বারা প্রস্তুতকৃত পাদুকা ও ব্যাগ রপ্তানির বিপরীতে বিদ্যমান ব্যবস্থায় শুল্ক বন্ড/ডিউটি ড্র-ব্যাক সুবিধার বিকল্প হিসেবে ১৫ শতাংশ হারে ভর্তুকি প্রদান অব্যাহত থাকবে। তবে, সংশ্লিষ্ট রপ্তানিতে ব্যবহারকৃত উপকরণাদি সংগ্রহের ক্ষেত্রে শুল্ক বন্ড/ডিউটি ড্র-ব্যাক সুবিধা গ্রহণ করা হলে নতুন পণ্য/নতুন বাজার সম্প্রসারণ সহায়তা হিসেবে ৪ শতাংশ হারে রপ্তানি ভর্তুকি প্রদেয় হবে।

উপসংহার

সর্বোপরি, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মুদ্রানীতির গৃহীত ব্যবস্থাদির কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি (এম২, অভ্যন্তরীণ ঋণ, রির্জাভ মানি ইত্যাদি) মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক ছিল। অপরদিকে, ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের মাত্রা প্রতিবেশী ও তুলনীয় দেশগুলোর চেয়ে বেশি থাকায় তা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে মুদ্রানীতি কার্যক্রমের আওতায় আর্থিক খাতে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ; যেমন ঋণ শ্রেণীকরণ ও প্রভিশনিং সংক্রান্ত নির্দেশনা যৌক্তিকিকরণ, অনসাইট ও অফসাইট সুপারভিশন জোরদারকরণ এবং কর্পোরেট সুশাসন ও জবাবদিহিতার ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক

গবেষণা বিভাগ

(অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ)

কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক অবস্থা জানুয়ারি-মার্চ, ২০২০

সংযোজনী

(বিলিয়ন টাকায়)

	মার্চ	ডিসেম্বর	সেপ্টেম্বর	মার্চ	ডিসেম্বর	মার্চ	প রি ব র্ত ন স মূ হ				
	২০২০	২০১৯	২০১৯	২০১৯	২০১৮	২০১৮	ডিসেম্বর'১৯ এর	সেপ্টেম্বর'১৯ এর	ডিসেম্বর'১৮ এর	মার্চ'১৯ এর	মার্চ'১৮ এর
							তুলনায় মার্চ'২০	তুলনায় ডিসেম্বর'১৯	তুলনায় মার্চ'১৯	তুলনায় মার্চ'২০	তুলনায় মার্চ'১৯
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৭৯২.৪৩	২৭৪১.২৭	২৭১২.৭৮	২৬৭৪.৭৩	২৬৪৭.০০	২৬৩০.৭১	৫১.১৬	২৮.৪৯	২৭.৭৩	১১৭.৭০	৪৪.০২
							(১.৮৭)	(১.০৫)	(১.০৫)	(৪.৪০)	(১.৬৭)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	১০৩১৪.২৪	১০২০৩.০৯	৯৮০৬.০৩	৯০১১.০৭	৮৯০৬.৬১	৭৯১০.৪২	১১১.১৫	৩৯৭.০৬	১০৪.৪৬	১৩০৩.১৭	১১০০.৬৫
							(১.০৯)	(৪.০৫)	(১.১৭)	(১৪.৪৬)	(১৩.৯১)
ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	**১২৩০৪.৮১**	**১২৪০৫.৯৯**	**১১৮৩২.২৬**	**১০৯৬২.৬০**	**১০৮০৩.৫০**	**৯৬৪২.০৬**	-১০১.১৮	৫৭৩.৭৩	১৫৯.১০	১৩৪২.২১	১৩২০.৫৪
							-(০.৮২)	(৪.৮৫)	(১.৪৭)	(১২.২৪)	(১৩.৭০)
i) সরকারি খাত (নীট)	১৩৩৭.৬১	১৫৬৮.৬১	১৪০৭.৮২	৯২৫.১২	৯৮১.৫২	৭৪৫.৭৬	-২৩১.০০	১৬০.৭৯	-৫৬.৪০	৪১২.৪৯	১৭৯.৩৬
							-(১৪.৭৩)	(১১.৪২)	-(৫.৭৫)	(৪৪.৫৯)	(২৪.০৫)
ii) অন্যান্য সরকারি খাত	৩০১.৪১	৩০৫.৮৬	২৫৭.৪৭	২৪০.৬২	২৩৩.৪৭	১৮১.৯৮	-৪.৪৫	৪৮.৩৯	৭.১৫	৬০.৭৯	৫৮.৬৪
							-(১.৪৫)	(১৮.৭৯)	(৩.০৬)	(২৫.২৬)	(৩২.২২)
iii) বেসরকারি খাত	১০৬৬৫.৭৯	১০৫৩১.৫২	১০১৬৬.৯৭	৯৭৯৬.৮৬	৯৫৮৮.৫১	৮৭১৪.৩২	১৩৪.২৭	৩৬৪.৫৫	২০৮.৩৫	৮৬৮.৯৩	১০৮২.৫৪
							(১.২৭)	(৩.৫৯)	(২.১৭)	(৮.৮৭)	(১২.৪২)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-১৯৯০.৫৭	-২২০২.৯০	-২০২৬.২৩	-১৯৫১.৫৩	-১৮৯৬.৮৯	-১৭৩১.৬৪	২১২.৩৩	-১৭৬.৬৭	-৫৪.৬৪	-৩৯.০৪	-২১৯.৮৯
							-(৯.৬৪)	(৮.৭২)	(২.৮৮)	(২.০০)	(১২.৭০)
৩। মুদ্রা যোগান (এম২) (১+২)	**১৩১০৬.৬৭**	**১২৯৪৪.৩৬**	**১২৫১৮.৮১**	**১১৬৮৫.৮০**	**১১৫৫৩.৬১**	**১০৫৪১.১৩**	১৬২.৩১	৪২৫.৫৫	১৩২.১৯	১৪২০.৮৭	১১৪৪.৬৭
							(১.২৫)	(৩.৪০)	(১.১৪)	(১২.১৬)	(১০.৮৬)
ক) সংকীর্ণ মুদ্রা	২৯১১.২৯	২৭৫৯.৩৮	২৭০৮.২০	২৫১৭.১৩	২৫৫৪.৫৬	২২৫২.৭২	১৫১.৯১	৫১.১৮	-৩৭.৪৩	৩৯৪.১৬	২৬৪.৪১
							(৫.৫১)	(১.৮৯)	-(১.৪৭)	(১৫.৬৬)	(১১.৭৪)
i) জনগণের হাতে থাকা মুদ্রা	১৭৩৩.৪৮	১৫৬৫.৮৩	১৫৭৯.০৮	১৪৪৬.৪৭	১৪৪৬.৭৯	১২৮১.৩৩	১৬৭.৬৫	-১৩.২৫	-০.৩২	২৮৭.০১	১৬৫.১৪
							(১০.৭১)	-(০.৮৪)	-(০.০২)	(১৯.৮৪)	(১২.৮৯)
ii) তলবি আমানত	১১৭৭.৮২	১১৯৩.৫৬	১১২৯.১২	১০৭০.৬৬	১১০৭.৭৭	৯৭১.৩৯	-১৫.৭৪	৬৪.৪৪	-৩৭.১১	১০৭.১৬	৯৯.২৭
							-(১.৩২)	(৫.৭১)	-(৩.৩৫)	(১০.০১)	(১০.২২)
খ) মেয়াদি আমানত	১০১৯৫.৩৭	১০১৮৪.৯৭	৯৮১০.৬১	৯১৬৮.৬৭	৮৯৯৯.০৫	৮২৮৮.৪১	১০.৪০	৩৭৪.৩৬	১৬৯.৬২	১০২৬.৭০	৮৮০.২৬
							(০.১০)	(৩.৮২)	(১.৮৮)	(১১.২০)	(১০.৬২)
৪। রিজার্ভ মুদ্রা	২৭২৯.১৮	২৫০৯.১২	২৪৭১.৮৮	২২৫০.৯০	২৩৪৬.৫৮	২১২২.৫০	২২০.০৬	৩৭.২৪	-৯৫.৬৮	৪৭৮.২৮	১২৮.৪০
							(৮.৭৭)	(১.৫১)	-(৪.০৮)	(২১.২৫)	(৬.০৫)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৬৩১.১৫	২৫৯১.১৩	২৫৪৬.০৮	২৫১৩.৯১	২৪৭৬.৯২	২৫২৯.০৬	৪০.০২	৪৫.০৫	৩৬.৯৯	১১৭.২৪	-১৫.১৫
							(১.৫৪)	(১.৭৭)	(১.৪৯)	(৪.৬৬)	-(০.৬০)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৯৮.০৩	-৮২.০১	-৭৪.২০	-২৬৩.০১	-১৩০.৩৪	-৪০৬.৫৬	১৮০.০৪	-৭.৮১	-১৩২.৬৭	৩৬১.০৪	১৪৩.৫৫
							-(২১৯.৫৩)	(১০.৫৩)	(১০১.৭৯)	-(১৩৭.২৭)	-(৩৫.৩১)
৫। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত সরকারি খাতে নীট ঋণ	২২২.০১	৩৪৪.৩৮	২৮৯.০৮	১১৭.৬১	২১০.৬৭	১০০.৬৮	-১২২.৩৭	৫৫.৩০	-৯৩.০৬	১০৪.৪০	১৬.৯৩
							-(৩৫.৫৩)	(১৯.১৩)	-(৪৪.১৭)	(৮৮.৭৭)	(১৬.৮২)
৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৩২৩৮৮.৫০	৩২৬৮৯.১৮	৩১৮৩১.৯২	৩১৭৮৭.২০	৩২০১৬.২৫	৩২৪০৩.২০					
৭। মোট তরল সম্পদ (বিলিয়ন টাকায়)#	২৮৮৯.৮৫	২৯৭৪.৯১	২৭৭৪.৩৫	২৩৩৩.৯৭	২৪৪১.৬৬	২৩৯৪.৯৫					
দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ	১৯০৮.৪৭	২০৩১.৫৯	১৮৮৮.১৪	১৪৩৯.৬৫	১৫৪৬.১০	১৫৬৮.৭৩					
৮। টাকা-ডলার বিনিময় হার (মাস শেষে)	৮৪.৯৫	৮৪.৯০	৮৪.৫০	৮৪.২৫	৮৩.৯০	৮২.৯৬					
৯। প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (REER) সূচক (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬)	১১৩.৭১*	১০৯.৪৯	১১১.৬৬	১০৬.৯২	১০৭.৫৬	৯৯.২৪					
১০। মূল্যস্ফীতির হার (বার মাসের গড় ভিত্তিক) (ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬)	৫.৬০	৫.৫৯	৫.৪৯	৫.৪৮	৫.৫৫	৫.৮২					

নোটঃ বন্ধনীভূক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক

#=মোট তরল সম্পদ = দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ + বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা + সিন্দুকে রক্ষিত অর্থ; *= প্রক্ষেপিত

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, মনিটারী পলিসি ডিপার্টমেন্ট ও ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।